৩/১১/২০০৩

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ..৩.. কলাম ...৫...

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় অচল

যুগান্তর রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে গতকাল দুপুরে একটি সভা করার চেষ্টা করলে সাবেক পিজি হাসপাতাল চালুর দাবিতে আন্দোলনরত কর্মচারীদের বাধার মুখে তা পণ্ড হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজ-কর্মও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল বেলা ১১টার দিকে উপাচার্য কিছু সময়ের জন্য তার কার্যালয়ে আসেন এবং কিছুক্ষণ থেকে অফিস ত্যাগ করেন। উপ-উপাচার্য অধ্যাপক রশিদ-ই-মাহবুবও কিছুক্ষণের জন্য অফিসে অবস্থান করেন।

বঙ্গবন্ধু : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৩

বঙ্গবন্ধু : মেডিকেল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এদিকে ড্যাব সমর্থিত চিকিৎসকরা গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসের সামনে গিয়ে চার দফা দাবি পেশ করেন। চার দফা দাবির মধ্যে রয়েছে নতুন কমিটি না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান পরীক্ষা কমিটি বাতিল, ভর্তির ব্যাপারে ছাত্রদের কোটা বাতিল, পরীক্ষা ফরম বিতরণ বন্ধ রাখা ইত্যাদি। এর আগে তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমবেত হন এবং মিছিল নিয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সামনে আসেন।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্বায়ত্তশাসন বিরোধী একটি মহল এর বিরোধিতা করে আসছে। সম্প্রতি একটি মহল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান করছে। তাদের বিভিন্ন বেআইনি কর্মকাণ্ডের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামফলক ভেঙে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় শিক্ষক সমিতির সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় অবিলম্বে চিকিৎসার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়। সভায় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন সভাপতিত্ব করেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডা. কামরুল হাসান খান প্রমুখ।

এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসক পরিষদের এক জরুরি সভা গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। সভায়-বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য চরম ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। এব্যাপারে সরকারের নীরবতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় বলা হয়, এ অবস্থা বেশিদিন চলতে দেয়া যায় না এবং পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব সরকার এড়াতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন বোর্ড খুলে ফেলায় উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র পরিষদ এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ গতকাল বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি আশু নিরসনের দাবি জানিয়ে বলা হয়, অন্যথায় উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টির দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

এ সব ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল গফুর যুগান্তরকে বলেন, সাইন বোর্ড চুরি হওয়ার ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নির্দেশে গতকাল স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। নাইট গার্ডদের মারধর করে মাইক্রোবাস যোগে শুক্রবার গভীর রাতে এসে দুষ্কৃতকারীরা ৪টি সাইন বোর্ড তুলে নিয়ে যায়। সাইন বোর্ড আবার লাগানোর জন্য এখনও কোন নির্দেশ পাওয়া যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিস্থিতিতে পুলিশ চাওয়া হয়েছে। পুলিশ কখনও থাকে, কখনও থাকে না। অন্যান্য পরিস্থিতির ব্যাপারে তার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।